01

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 04 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

বুয়েটে দুই সেমিস্টার পরীক্ষা এক সঙ্গে
ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা আতঙ্ক

বুয়েট ব্যাচ ৮৮-এর সমাপনী র‍্যালির পূর্বে মজা করতে বন্ধুর টি-শার্টে অটোগ্রাফ দিচ্ছে জনৈকা বান্ধবী *ছবি ঃ বায়েজিদ আক্তার*

কামরুল আনোয়ার, বুয়েট

আগামী ২৬ ডিসেম্বর '৯৪ থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ১৯৯০-৯১ এবং ১৯৯১-৯২ সেশনের দুই সেমিস্টার পরীক্ষা একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সদ্য সমাপ্ত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট জটিলতাই এর মূল কারণ। পরীক্ষার দিন যত এগিয়ে আসছে, ছাত্রছাত্রীদের দুশ্চিন্তাও বেড়ে চলেছে। উল্লেখ্য, বিশ্বকাপ ফুটবল চলাকালীন সময়ে ঐ দুই ব্যাচের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ছাত্রছাত্রীরা খেলা চলাকালীন সময়ে পরীক্ষা দিতে অপারগতা প্রকাশ করে এবং কর্তৃপক্ষকে খেলাশেষে স্বল্প বিরতিতে পরীক্ষাসমূহ শেষ করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের এরূপ দাবির প্রতি কর্ণপাত না করে ২য় সেমিস্টারের ক্লাস শুরু করে দেয় এবং দুই সেমিস্টার পরীক্ষা একই সঙ্গে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। যদিও প্রথমদিকে কয়েকটি ছাত্র সংগঠন দুই সেমিস্টার পরীক্ষার নেয়ার জন্য আন্দোলন করে আসছিল কিন্তু তাও নানা কারণে পড়ে কার্যকর হয়নি। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে বুয়েটে এ ধরনের ঘটনা একবার ঘটেছিল। ১৯৮১-৮২ সেশনে একই ঘটনা সৃষ্টি হলে কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের মানবিক দিকটা বিবেচনা করে সহজভাবে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর মধ্যে ছিল ১ম সেমিস্টার হতে ৪০ শতাংশ এবং ২য় সেমিস্টার থেকে ৬০ শতাংশ প্রশ্নের ওপর পরীক্ষা নেয়া, ক্লাস টেস্টের মার্কসের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। এছাড়া শিক্ষকবৃন্দের সহানুভূতিতো ছিলই।

কিন্তু এ বছর পরীক্ষা শুরুর সময় ঘনিয়ে আসলেও কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদেরকে ১৯৮১-৮২ সেশনের মতো কোন ঘোষণা অদ্যাবধি দেয়নি। ফলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ে দারুণ আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ডাইনিং/ক্যান্টিন সব জায়গায় আড্ডার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ঃ "দুই সেমিস্টার পরীক্ষা একসঙ্গে কিভাবে দেব"। কর্তৃপক্ষের ঘোষণানুযায়ী দুই সেমিস্টারের সিলেবাসের ওপর ৪ ঘণ্টাব্যাপী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এমনিতে বুয়েটে সিলেবাসের বহর তুলনামূলকভাবে বেশি। অনেক সিনিয়র শিক্ষক ও ছাত্রদের এই মতের সঙ্গে একমত। তারপর দুই সেমিস্টার একসঙ্গে, কাজেই সব মিলিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দুশ্চিন্তার কারণটা সহজেই অনুমেয়। ছাত্রছাত্রীদের আশা কর্তৃপক্ষ তাদের মানবিক দিকটা বিবেচনা করে অন্তত গত ১৯৮১-৮২ সেশনের অনুরূপ কোন পরীক্ষা পদ্ধতির ঘোষণা দেবেন। প্রতিবছর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে পরীক্ষার রুটিন নিয়ে ছাত্রছাত্রী এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা দরকষাকষি চলে। কাজেই এবার অন্তত পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্বেই ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে একটি গ্রহণযোগ্য রুটিন কর্তৃপক্ষ তৈরি করবেন বলে জানা গেছে। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের মতো ১৯৮১-৮২ সেশনের অনুরূপ প্রশ্নপত্র সিলেকশন করা হলে তাদের জন্য ভাল হয়। কিছু কিছু ছাত্রছাত্রী অবশ্য এখনও দুই সেমিস্টার পরীক্ষা পৃথক পৃথকভাবে দেয়ার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, পরীক্ষার গ্যাপ কমিয়ে ২১ দিনের পরীক্ষা প্রস্তুতির ছুটি দিয়ে ১ম সেমিস্টার পরীক্ষা এবং পরে পুনরায় ১৫ দিন কিংবা ২১ দিনের ছুটি দিয়ে ২য় সেমিস্টার পরীক্ষা নেয়া যায়। তবে এই মতের অনুসারীর সংখ্যা খুবই কম।

দুই সেমিস্টার পরীক্ষার প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে সমাপনী বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে। এর কারণ মূলত কারো কারো অনার্স মার্কস বা ফার্স্ট ক্লাস হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এবং অনেকের ফেল করা। যারা গত তিনবছর অনার্স মার্কস বা ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে এসেছে তাদের অধিকাংশই হয়তোবা এবার তাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গা থেকে বিচ্যুত হবে। ফলে অন্যান্য বছরের তুলনায় ফার্স্ট ক্লাসের হার এবং পাসের হারও অনেক কমে যাবে। অনেকে ইতোমধ্যে ফার্স্ট ক্লাসের আশা ছেড়ে দিয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের ভুলের কারণেই হয়তোবা তাদের আজ এই অবস্থা। ভুল মানুষ মাত্রেরই হয়। ইতোমধ্যে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার মানসিকতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কাজেই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আমাদের ভুলকে ক্ষমা করে আগামী ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর করার জন্য এই বিষয়টা চিন্তা করে দেখবেন এবং একটি সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য রুটিন অচিরেই ঘোষণা করবেন। এটা সকল ছাত্রছাত্রীর কর্তৃপক্ষ সমীপে একটি মানবিক আবেদন।